দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ 2.5 APR. 1997
পৃঃ ১৫ কলাম ২

প্রকাশনা ও গ্রন্থ উন্নয়নে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আরও গতিশীল হবে

রশীদ হায়দার

গুলিস্তান এলাকার হৈহল্লোড় আর চিৎকারের মাঝখানেও কয়েকজন পাঠক বসে বই পড়েন। আরও পাঠককে আহ্বান জানানো হয়—'আসুন এই বাজার এলাকায় এসে বই পড়ুন।' এমন বিপরীতমুখী পরিবেশেই কাজ করছে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র।

বই পড়া, বই নিয়ে আলোচনা করা এবং প্রকাশনা বিষয়ক চিন্তা-ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র। যে পরিবেশে এমন একটি প্রতিষ্ঠানের অবস্থান হওয়ার কথা ঠিক বিপরীত পরিবেশকে লালন করেই এগিয়ে চলেছে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়নি, একথা সত্য। গত বছরের কর্মকাণ্ড দেখে এ কথাই প্রমাণিত হয়। গত ক'বছর এই প্রতিষ্ঠানটির কাজকর্ম, মেলা ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পাঠক বৃদ্ধি, গ্রন্থ বিষয়ক প্রকাশনা এবং গ্রন্থ উন্নয়ন বিষয়ক উল্লেখযোগ্য প্রচলিত কার্যক্রমও বন্ধ কিংবা ধীরগতিসম্পন্ন হয়ে পড়েছিল।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের অচলাবস্থা নিরসন করে তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সরকার সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক পরিবর্তন করেছে। পরিচালক হিসাবে যোগ দিয়েছেন কথাশিল্পী রশীদ হায়দার। এর ফলে বইমনস্ক একজন পরিচালক নিয়োগ করার দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হয়েছে। একই সঙ্গে পরিবেশগত বৈপরীত্যকে মেনে নিয়েই রশীদ হায়দারকে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের কর্মকাণ্ড কিভাবে সচল করা যায়— সে বিষয়ে তাঁর চিন্তা-ভাবনার কথা বলেছেন জনকণ্ঠের সঙ্গে।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের মাধ্যমে দেশের গণগ্রন্থাগারগুলো সরকারী বই অনুদান পেয়ে থাকে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে গণগ্রন্থাগারগুলোকে যে অনুদান প্রদান করে তার অর্ধেক দিয়ে তারা গ্রন্থকেন্দ্র থেকে বই ক্রয় করে। বাকি অর্থ গ্রন্থাগারের আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ পেয়ে থাকে। বই দেয়া-নেয়া সম্পর্কে প্রকাশক ও গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে কেউ কেউ অসন্তুষ্ট। এই প্রসঙ্গে রশীদ হায়দারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, মাত্র মাসাধিককাল হয়েছে তিনি এখানে যোগ দিয়েছেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি এ ধরনের সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ পাননি। তাঁর কাছ থেকে জানা গেছে, গ্রন্থকেন্দ্রের নিয়ম অনুযায়ী প্রকাশকদের কাছ থেকে এককেটি বইয়ের সর্বোচ্চ ১০ কপি বিক্রয় কেন্দ্রের জন্য গ্রহণ করা হয়। গ্রন্থাগারিকগণ এখান থেকে নিজ পছন্দ অনুযায়ী বই বাছাই করেন।

প্রকাশনা বিষয়ক দেশের একমাত্র পত্রিকা 'বই' গত ক'বছর ধরে অনিয়মিত। বছরে এক দুই সংখ্যাও বের হয়নি। অথচ পত্রিকাটি গ্রন্থ জগতের যোগসূত্র স্থাপনে অনন্য ভূমিকা পালন করে থাকে। এই প্রসঙ্গে রশীদ হায়দার 'বই' পত্রিকার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। তিনি তাঁর কর্মপরিচালনার অগ্রাধিকারপ্রাপ্য দিক হিসাবে বই পত্রিকার প্রকাশনার কথাও উল্লেখ করেন।

গ্রন্থকেন্দ্রের গ্রন্থ সুহৃদ সমিতি সম্পর্কে তিনি বলেন, সারা দেশে প্রায় দেড় হাজার গ্রন্থ সুহৃদ সমিতি রয়েছে। এই সমিতিগুলো নানা কারণে এখন নির্জীব হয়ে আছে। সমিতিগুলোকে পুনর্জীবিত করে পাঠক সৃষ্টির কার্যক্রমকে গতিশীল করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সেক্ষেত্রে আগামী অর্থবছরে সমিতি খাতে অর্থায়নের চেষ্টা করা হবে। যাতে করে পাঠক বৃদ্ধিকল্পে বাস্তবসম্মত কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়। গ্রন্থ সুহৃদ সমিতির মাধ্যমে পাঠক বৃদ্ধির কাজকে বিকেন্দ্রীকরণের ভাল সুযোগ পাওয়া যেতে পারে।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের কার্যক্রম মেলা ও প্রদর্শনীতে সীমাবদ্ধ— এই বক্তব্যকে তিনি খণ্ডন করেন। বলেন, বুক প্রমোশনের জন্য গ্রন্থমেলা একটি অন্যতম মাধ্যম। সুতরাং মেলা বা প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তাকে খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। বরং তিনি জেলা পর্যায়ে গ্রন্থ প্রদর্শনী ও মেলাকে আরও আকর্ষণীয় করা হবে বলে মন্তব্য করেন। ইংরেজী নববর্ষে গ্রন্থ সপ্তাহ উদ্‌যাপনকে আরও সুন্দর করার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি জোর দিয়ে উল্লেখ করেন।

এই প্রসঙ্গে তিনি বিষয় ও দিবসভিত্তিক মেলা অনুষ্ঠানের কথা চিন্তা করা হচ্ছে বলেও জানান। স্বাধীনতা দিবস '৯৭ উপলক্ষে এমন একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের পর।

প্রদর্শনীটি শুরু হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ১৭ মার্চ থেকে স্বাধীনতা দিবস ২৬ মার্চ পর্যন্ত। এছাড়া ২৫ বৈশাখ রবীন্দ্র গ্রন্থমেলা, ১১ জ্যৈষ্ঠ নজরুল গ্রন্থমেলা এরকম কর্মসূচী পালনের কথা ভাবা হচ্ছে বলে রশীদ হায়দার জানিয়েছেন।

পহেলা বৈশাখকে সামনে রেখে প্রতি বছরের মতো এবারও রাজধানী ঢাকায় র‍্যালি বের হয়েছিল। বইকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য স্টিকার ও বুক মার্ক প্রকাশ করা হয়েছে। এগুলো জেলা ও থানা পর্যায়ে বিতরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই ব্যবস্থায় অন্তত ২ লাখ মানুষের কাছে বই পড়ার আহ্বান পৌঁছাবে বলে তিনি মনে করেন।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের কার্যক্রমকে আরও গতিসম্পন্ন করার জন্যে কী কী পদক্ষেপ নেয়া যায় সে সম্পর্কে রশীদ হায়দার বুদ্ধিজীবীমহল এবং সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে মতবিনিময় করছেন। মতবিনিময় কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি জানান। ইতোমধ্যে তিনি ঢাকায় অনুষ্ঠিত লেখক

বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে একটি আলোচনা অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করেন।

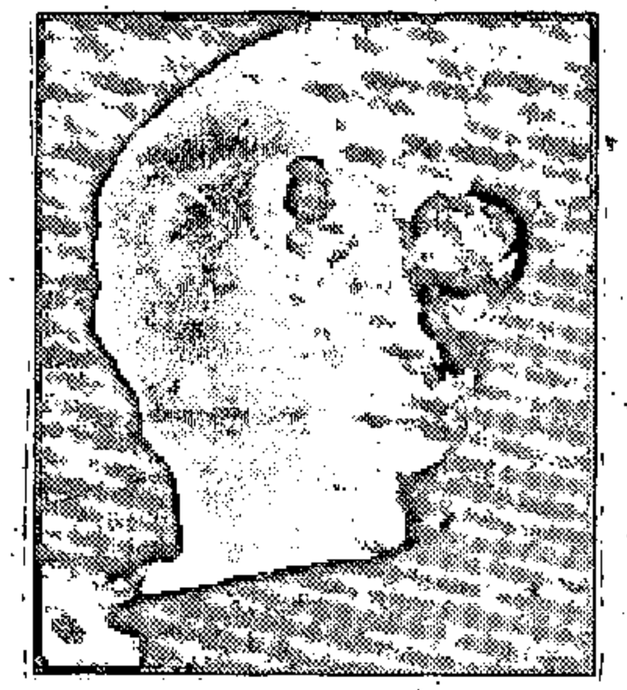

উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার এবং গ্রন্থের উৎপাদন সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর ব্যাপক চিন্তা-ভাবনা রয়েছে। এ ব্যাপারে ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠানের কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসৌষ্ঠব-এর ওপর যে পুরস্কার দেয়া হয় তাকে আরও আকর্ষণীয় করার ব্যাপারে তিনি একমত পোষণ করেন। বইয়ের প্রচ্ছদ নিয়ে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা যেতে পারে। তাঁর পরিকল্পনা আছে পঞ্চাশ-এর দশক থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক প্রচ্ছদ পর্যন্ত নিয়ে একটি প্রদর্শনী করার।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক রশীদ হায়দার দেশে পাঠক বৃদ্ধিকল্পে সংশ্লিষ্ট সবাইকে গ্রন্থকেন্দ্রের কার্যক্রমে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি এও মন্তব্য করেন, বইয়ের প্রয়োজনীয়তা ইলেকট্রনিক মিডিয়ার বহুল ব্যবহারের পরও কম হবে এমন মনে করার কোন কারণ নেই। তবে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে গ্রন্থ জগতকে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র পরিচালিত মহানগর পাঠাগারটি এখনগ্রন্থ ভবনে স্থানান্তর করা হয়েছে। ওসমানী উদ্যানের ভবনটি ব্যবহারের অনুপযোগী হওয়ার জন্য এই ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে বলে পরিচালক জানিয়েছেন।

মহানগর পাঠাগারের জন্য বরাদ্দকৃত ভবনটি দ্রুত সংস্কার করে পাঠাগারটি পূর্বস্থানে নিয়ে যাওয়া অতি জরুরী। এখানে বহুতলবিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করে পাঠাগারটি সুবিধা সম্প্রসারিত করা যেতে পারে। একই সঙ্গে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের মূল ভবনটি ভাড়া দিয়ে ভাল পরিবেশে কোথাও এর কার্যক্রম চালানো যেতে পারে। এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের এক কর্মকর্তা। এক্ষেত্রে মহানগর পাঠাগারকেও সমৃদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তার কথা জোর দিয়ে বলা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী থেকেও পাঠককে বই ধার দেয়া হয় না। মহানগর পাঠাগার বই ধার দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করে ঢাকার অসংখ্য গ্রন্থ প্রেমিকের পাঠ পিপাসা মেটাতে পারে। প্রয়োজনে ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার ব্যবস্থাও চালু করতে পারে। এই মতও পোষণ করেন অনেকে।

সবশেষে রশীদ হায়দারকে প্রশ্ন করা হয়, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রকাশনা জগতে হৃত গৌরব ফিরে পাবে কি? তিনি এর জবাবে জোর আশাবাদ ব্যক্ত করেন। বলেন, শীঘ্রই জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আরও গতিশীল হবে।

সাক্ষাতকার গ্রহণ ঃ মোস্তফা হোসেইন